بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ২৬শে জুন, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"কেবল কথাবার্তা বা তর্ক-বিতর্কের মাঝেই আমাদের জামাতের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, আর এটি মূল উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মশুদ্ধি এবং সংশোধন আবশ্যক, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন।"** অতএব তিনি (আ.) জামাতের সদস্যদের মাঝে ব্যবহারিক পরিবর্তন চান। যখন তিনি বলেন যে, শুধু কথাবার্তা বা তর্ক-বিতর্কের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়—এর অর্থ হলো, শুধু কথার খৈ ফোটাবে না, বা কথার মাঝেই সীমিত থেকো না। এটি যেন না হয় যে, যেখানে নিজের স্বার্থ দেখবে সেখানেই কথা পরিবর্তন করে বসবে বা নৈতিকতার মানকে জলাঞ্জলী দিবে। বরং ঈমান, খোদার কথা মেনে চলা, আত্মসংশোধন এবং নফসকে সর্বদা পবিত্র রাখাকে জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত কর। আর যখন এমন হবে তখনই তাঁর (আ.) হাতে বয়আত করা অর্থবহ হবে আর এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (আ.) প্রেরণ করেছেন।

অতএব একজন আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত, তাঁর (আ.) হাতে বয়আত গ্রহণকে অর্থবহ করে তোলার জন্য খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর প্রতি সচেতন দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন এবং সেগুলো মেনে চলা আবশ্যক। আমাদের সদা স্মরণ রাখা উচিত, খোদার সন্তুষ্টিই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। গত খুতবায় আমি বলেছিলাম, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি তোমরা দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখতে চাও তাহলে فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي -এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হও, আমার নির্দেশাবলী শিরোধার্য কর। খোদা তা'লার নির্দেশাবলী শিরোধার্য করার অর্থ কী? এর অর্থ হলো, আমাদের সমূহ শক্তি-সামর্থকে কাজে লাগিয়ে খোদার নির্দেশ মেনে চলা। নিজেদের জীবনকে খোদার নির্দেশের অধীনে অতিবাহিত করা।

অতএব রমযানের এই বিশেষ পরিবেশে আমাদের আত্ম-জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা খোদা তা'লার নির্দেশাবলী কতটা শিরোধার্য করছি? যদি এমনটি না হয় তাহলে এসব কেবল মৌখিক দাবী হবে যে, আমরা খোদার নির্দেশাবলী মান্য করি। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অগণিত নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সর্বদা এসব আদেশ-নিষেধকে নিজেদের সামনে রাখা উচিত যেন আত্মশুদ্ধির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা যেসব নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলোর কিছু এখন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি যেগুলো আমাদের আত্মার পরিশুদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সমাজে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

অর্থাৎ, আর তারাই রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা যারা বিনম্রতা, নমনীয়ভাব এবং গাম্ভীর্যের সাথে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, অহংকার করে না। যখন অজ্ঞরা তাদেরকে সম্বোধন করে বা কিছু বলে তখন তারা বিতন্ডায় লিপ্ত হয় না বরং বলে, আমরা তো তোমাদের জন্য শান্তির দোয়াই করি।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে সেই মহান চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব সংক্রান্ত শিক্ষার চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন। আর তাঁর মান্যকারীরা, তাঁর সাহাবীরা এই চারিত্রিক সৌন্দর্য নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। সেই যুগ, যখন পৃথিবী অন্ধকারে বা অমানিশায় নিমজ্জিত ছিল আর শয়তানের থাবা কবলিত ছিল, অহংকার, আত্মশ্লাঘা, গর্ব এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য পৃথিবীকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল। তখন তিনি (সা.) মানুষকে শুধু উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিনয় ও নম্রতার শিক্ষাই দেন নি বরং এমন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা এই আয়াতের ব্যবহারিক চিত্র ছিলেন। আজও পৃথিবীর অবস্থা এমনই আর এই যুগেও আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসকে প্রেরণ করে তাঁকে ইবাদুর রহমান বান্দাদের সমন্বয়ে এমন জামাত গঠনের জন্য প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। অতএব তাঁর জামাতের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকে এই মানদন্ড এবং মাপকাঠিকে নিজেদের সামনে রাখা প্রয়োজন। আয়াতে রহমান খোদার বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন, يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا অর্থাৎ তারা ভূপৃষ্ঠে শান্তিপূর্ণভাবে, গাম্ভীর্য ও বিনয়ের সাথে এবং নিরহংকার হিসেবে চলাফেরা করে।

অতএব রহমান খোদার একজন বান্দাকে এ কথাগুলো দৃষ্টিগোচর রাখা চাই যে, তার মাঝে বিনয়ও থাকতে হবে, গাম্ভীর্যও থাকতে হবে এবং তাকে নিরহংকারীও হতে হবে। অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে এমন মানুষ সমাজে ভালবাসা বিস্তারকারী এবং সমাজের শান্তির নিশ্চয়তা বিধানকারী হয়ে যায়। তাদের এই গাম্ভীর্য এবং বিনয়ই অজ্ঞদের ভ্রান্ত কর্ম এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টার মুখে তাদের মুখ থেকে এই উত্তর বের করে যে, সালামা অর্থাৎ তোমরা আমাদের সাথে ঝগড়া, ফাসাদ এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করছো কিন্তু আমরা তোমাদের সাথে বিবাদের পরিবর্তে তোমাদের জন্য নিরাপত্তা এবং শান্তির দোয়া করি আর বিশেষ করে যখন ক্ষমতা হাতে আসে, যখন শক্তি হস্তগত হয় তখন যদি মানুষ এমন ব্যবহার করে তাহলে এটি এমন এক উন্নত নৈতিক গুণ যা বান্দাকে প্রকৃত দাসত্ব শিখায় বা প্রকৃত বান্দা বানায়। অর্থাৎ মানুষ যখন এই নৈতিক চরিত্র রহমান খোদার বান্দা হওয়ার জন্য প্রদর্শন করে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মান্য করার মানসে যখন এমন ব্যবহার করে তখন এমন বান্দা খোদার নৈকট্য লাভ করে আর এমন লোকদের দোয়া-ই আল্লাহ্ তা'লা

গ্রহণ করেন বা কবুল করেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে এরা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় যাদের আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। পবিত্র হয়ে তারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা পৃথিবীতে খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং বিনয়ের প্রসার হোক, সকল প্রকার পুণ্য পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করুক। সকল প্রকার পাপের অবসান হোক। মানুষ শয়তানের থাবা থেকে মুক্তি লাভ করুক। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করে মানুষ এই পৃথিবীকেও শান্তি, আরাম এবং জান্নাতের লীলাভূমিতে পরিণত করবে এটিই আল্লাহ্ তা'লা চান। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন আর এই শিক্ষা নিয়ে সবচেয়ে বড় নবী যিনি এসেছেন তিনি হলেন আমাদের নেতা এবং অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)। যেন পৃথিবীকে প্রকৃত আব্দুর রহমান বা রহমান খোদার প্রকৃত বান্দা হওয়ার রীতি শিখাতে পারেন, পৃথিবীতে বসবাসকারী লোকদের এটি অবগত করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য যে, প্রকৃত জান্নাতের ধারণা যদি লাভ করতে হয় এবং তা অর্জন করতে হয় তাহলে প্রথমে নিজেদের কর্মকে খোদার নির্দেশের অধীনস্ত করে এই পৃথিবীকেও জান্নাত-এ পরিণত কর। খোদার সেই সকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা কর যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي অর্থাৎ এসো আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং এসো আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে রমযান দ্বারা আমাদেরকে এই শুভ সংবাদ দিচ্ছেন যে, এতে দোযখের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের দ্বার খুলে দেয়া হয় আর আল্লাহ্ তা'লাও বান্দাদের নিকটতর হয়ে যান। খোদা তা'লা তো সর্বদা এবং সর্বত্র বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লার নিম্ন আকাশে নেমে আসার অর্থ হলো, এই সময় তিনি সৎকর্মের বর্ধিত প্রতিদান দেন এবং দোয়া কবুল করেন। অতএব প্রত্যেক এমন ব্যক্তি যে ঈমানের দাবী করে, প্রত্যেক আহমদী যে প্রকৃত মুসলমান, যে রহমান খোদার বান্দা হওয়ার জন্য মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিতপ্রাণ দাসের হাতে বয়আত করেছে তার আত্মজিজ্ঞাসার পথ অনুসরণের মাধ্যমে বিনয়ের সাথে, অহংকার পরিহার করে, নিজ সমাজে, গৃহে এবং পরিবেশে ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের প্রচেষ্টায় শান্তি এবং নিরাপত্তার প্রসার ও বিস্তার করা উচিত।

মহানবী (সা.) এ বিষয়ে তাঁর উত্তম আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপন করে দেখিয়েছেন এবং বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন উপলক্ষে নসীহতও করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন, এমনভাবে বা এতটা বিনয়ের পন্থা অবলম্বন কর যেন কেউ কারো উপর গর্ব না করে। এই মান যাচাইয়ের জন্য বাহ্যিক কোন যন্ত্র বা মাধ্যম নেই। প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে সত্যিকার অর্থে ঈমানের দাবী করে তার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। সে নিজেই সঠিক অর্থে বলতে পারবে যে, আমরা সত্যিকার অর্থে অহংকারমুক্ত কিনা? আমাদের বংশগরিমা নেইতো। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অন্যদের চেয়ে উত্তম হওয়া নিয়ে আমরা গর্বিত নইতো। নিজেদের সন্তান-

সন্ততির শিক্ষিত হওয়া নিয়ে আমরা গর্বিত নইতো। নিজেদের জ্ঞানগত যোগ্যতা নিয়ে আমাদের মাঝে অহংকার নেইতো। আমাদের কোন পুণ্যকর্ম বা নেকী নিয়ে আমরা অহংকার করছি নাতো।

মহানবী (সা.) বলেন, কোন আরবের কোন অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই আর কোন অনারবেরও কোন আরবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এটি তার জন্য কোন প্রকার অহংকারের কারণ হতে পারে না। আসল বা প্রকৃত ভিত্তি হলো তাক্বওয়া। যার মাঝে তাক্বওয়া এবং খোদা-ভীতি থাকে তার মাথায় কোন প্রকার অহংকার দানা বাঁধতেই পারে না। অনেক সময় জ্ঞানের গর্ব বা অহংকার এত বেড়ে যায় যে, মানুষ ধর্ম থেকেও দূরে সরে যায়। মহানবী (সা.)-এর বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখুন, খোদার নির্দেশে যখন তিনি এই ঘোষণা করেন যে, **'আনা সাইয়্যেদু উলদে আদম'** অর্থাৎ আমি সমগ্র আদম সন্তানের সর্দার। এটি এত বড় এক সম্মান যা শুধু এবং শুধুমাত্র আমাদের মনিবের লাভ হয়েছে। কিন্তু যেই মহান উচ্চতায় অন্য কারো পক্ষে পৌঁছা সম্ভব নয় সে পর্যায়ে পৌঁছার পর আমাদের মনিব আরও একটি উচ্চ চূড়ার কথা বলতে গিয়ে এভাবে ঘোষণা করেন যে, **'ওয়া লা ফাখার'** অর্থাৎ আর এটি নিয়ে আমার কোন অহংকার নেই। সমাজের নৈরাজ্য অবসানের জন্য এবং শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য তাঁর (সা.) সুমহান আদর্শের আরও একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি।

একবার এক ইহুদী হযরত মূসা (আ.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করলে মুসলমান কঠোর ভাষায় বলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু। তখন সেই ইহুদী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, এই উক্তির মাধ্যমে আমাকে মর্মপীড়া দেয়া হয়েছে। তখন নবীকূল শিরোমনি বলেন, আমাকে মূসার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিতে যেয়ো না। এটি সেই মহান আদর্শ যার মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতএব এটি সেসব লোকের জন্যও উত্তর যারা এই শান্তি-সন্ধি এবং মিমাংসার বাদশাহ্‌র ওপর অপবাদ আরোপ করে যে, তাঁর কারণে পৃথিবীর শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে আর এটি সেই সকল লোকের জন্যও আদর্শ এবং শিক্ষনীয় বিষয় যারা তিনি (সা.)-এর নাম ভাঙ্গিয়ে যুলুম এবং বর্বরতার ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে কিন্তু আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মানার দাবী করি আজকের এই বিশ্বে এসব অপবাদ আরোপকারীদের অপবাদ খণ্ডনের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত। সত্যিকার মুসলমান হওয়ার দাবী যদি আমাদের থেকে থাকে তাহলে আমাদেরকে সেই প্রকৃত শিক্ষার জীবন্ত আদর্শ হওয়ারও চেষ্টা করতে হবে যা মানার দাবী আমরা করি। আর এই কথাগুলো যেখানে আমাদের জন্য খোদার নৈকট্যের কারণ হবে সেখানে আমরা ইসলামের সুন্দর শিক্ষার প্রসারকারী হিসেবে পৃথিবীর পথ-প্রদর্শনকারীও হতে পারব।

মহানবী (সা.) একবার আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, যে আমার সন্তুষ্টির জন্য এভাবে বিনয় অবলম্বন করে, এটি বলতে গিয়ে মহানবী (সা.) নিজ হাতের তালু মাটিতে স্পর্শ করেন, আর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তাকে আমি এত উচ্চতায় নিয়ে

যাব, একথা বলতে গিয়ে তিনি (সা.) নিজ হাতের তালু উঁচু করেন আর অনেক উচ্চতায় নিয়ে যান। অতএব যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য বিনয় প্রদর্শন করে, যে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে অহংকারকে ঘৃণা করে, যে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে সমাজ থেকে ঘৃণার বীজ নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করে এ জন্য যে, যেন শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়; তাকে আল্লাহ্ তা'লা এমন উচ্চতায় নিয়ে যান যা মানুষের কল্পনা এবং ধারণারও ঊর্ধ্বে।

এ দিনগুলো আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে দান করেছেন। আমি যেমনটি বলেছি, এ দিনগুলোতে আমাদের আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করে সকল আহমদীর শান্তি এবং নিরাপত্তার পরিবেশ গড়ে তোলা উচিত। নিজ ভাইদের সাথে ঝগড়া-বিবাদের অবসান ঘটিয়ে, যার ভিত্তি অধিকাংশ সময় অহংকার এবং আত্মশ্লাঘাই হয়ে থাকে, প্রত্যেক আহমদীর সমাজে শান্তি বিস্তারের চেষ্টা করা উচিত। বিরোধীদের কথায় ধৈর্য্য প্রদর্শন করে তাদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করা উচিত যেন পৃথিবীর অশান্তি এবং নৈরাজ্যেরও অবসান ঘটে। আমরা পৃথিবীতে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ভালবাসা প্রসারের দাবী তো অনেক করি কিন্তু সত্য তখন স্পষ্ট হয় যখন আমরা নিজেরা এসব বিষয়ের সম্মুখীন হই আর আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করে এই শান্তি এবং প্রেম-প্রীতির পরিবেশ গড়ার চেষ্টা করি যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন, আমি আমার জামাতকে নসীহত করছি, **"তোমরা অহংকার পরিহার কর কেননা আমাদের মহা সম্মানিত খোদার দৃষ্টিতে অহংকার চরম ঘৃণ্য বিষয়। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের কথা বিনয়ের সাথে শুনতে চায় না এবং মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও অহংকার থেকে অংশ পেয়েছে। চেষ্টা কর যেন অহংকারের লেশমাত্রও তোমাদের মাঝে না থাকে, যেন ধ্বংস না হয়ে যাও আর যেন তোমরা তোমাদের পরিবার পরিজনসহ মুক্তি পেতে পার। খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকো বা বিনত হও আর মানুষ পৃথিবীতে কাউকে যতটা ভালবাসতে পারে সেই ভালবাসা তোমরা আল্লাহ্ তা'লাকে দাও। এ পৃথিবীতে মানুষ কাউকে সর্বোচ্চ যতটা ভালোবাসা দিতে পারে বা ভালবাসতে পারে সেই ভালবাসা আল্লাহ্‌কে দাও আর পৃথিবীতে মানুষের জন্য কাউকে যতটা ভয় করা সম্ভব তোমরা তোমাদের খোদা তা'লাকে ততটা ভয় কর। তোমরা পবিত্র হৃদয় এবং পবিত্র সংকল্পের অধিকারী হয়ে যাও। বিনয় এবং দীনতা অবলম্বন কর। নিরীহ মানুষের মত আচরণ কর যেন তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা হয়।"**

অতএব এই অবস্থাই আমাদের প্রত্যেককে নিজের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত। এই দিনগুলোতে বিশেষ ব্যবস্থায় সকল প্রকার অহংকার দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত। শান্তি প্রসারের চেষ্টা করা উচিত। আর এর জন্য দোয়ার প্রতিও সমধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

এরপর তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **"এটি আদৌ আল্লাহ্ তা'লার রীতি নয়, যে তাঁর সামনে বিনয়ের সাথে সিজদাবনত হবে তাকে তিনি ব্যর্থ করবেন এবং লাঞ্ছনাজনক মৃত্যু দিবেন। যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে বা ফিরে আসে সে কখনও ব্যর্থ হয় না। সৃষ্টির সূচনা থেকে অদ্যবধি এমন একটি দৃষ্টান্তও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, অমুক ব্যক্তির আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সে ব্যর্থ হয়েছে। অতএব এই সত্যিকার এবং বস্তুনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো আবশ্যকীয় শর্ত। আল্লাহ্ তা'লা বান্দার কাছে চান যে, সে যেন প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা তাঁর দরবারে পেশ না করে । শুধু ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা যেন উদ্দেশ্য না হয়। কেবল কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যেন না আসে অর্থাৎ কোন প্রয়োজন দেখা দিলেই আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে! (এমন যেন না হয়) বরং বিশুদ্ধচিত্তে তাঁর সামনে বিনত হওয়া উচিত। যে এভাবে ঝুঁকে বা বিনত হয় তার কোন কষ্ট হয় না আর সকল সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথ তার জন্য আপনা-আপনি খুলে যায়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেন, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ এখানে রিযিক বলতে শুধু খাদ্য বা রুটি বুঝায় না বরং সম্মান, জ্ঞান এক কথায় সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত যার মানুষের প্রয়োজন রয়েছে। যে খোদার সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখে সে কখনও ব্যর্থ হয় না।"**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"মানুষ! যে এক অতি দুর্বল সৃষ্টি সে কর্ম ফলের যের হিসেবে নিজেকে কিছু একটা হনুরে মনে করে আর অহংকার এবং আত্মশ্লাঘা তার মাঝে দানা বাঁধে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে নিজেকে সবচেয়ে তুচ্ছ জ্ঞান না করবে সে মুক্তি পেতে পারে না।"**

তিনি (আ.) বলেন, **"কবি বড়ই সত্য বলেছেন: 'ভালা হুয়া হাম নীচ ভায়ে হার কো কিয়া সালাম' 'জে হোতে ঘার উঁচ কে মিলতা কাহা ভাগবান' অর্থাৎ খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আমরা ছোট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। যদি কোন অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করতাম তাহলে খোদা পেতাম না। যেখানে মানুষ নিজেদের উচ্চ বংশ নিয়ে গর্ব করে কবী সেখানে তার ছোট বংশের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তাই মানুষকে সব সময় নিজের ওপর দৃষ্টি রাখা উচিত, আমি কত তুচ্ছ, আমার গুরুত্বই বা কী। কোন ব্যক্তি যত উচ্চ বংশীয়ই হোক না কেন সে যদি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের প্রতি তাকায় তাহলে কোন না কোন দিক দিয়ে নিজেকে অবশ্যই সারা বিশ্বের চেয়ে তুচ্ছ দেখতে পাবে অবশ্য যদি দেখার মতো তার চোখ থাকে।"**

অতএব শর্ত হলো, চোখ বা দৃষ্টি থাকতে হবে, নিজের ভেতরকার অবস্থা আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে আর নিজেকে চিনতে হবে, তাহলে আর কোন অহংকার দানা বাঁধতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, **"মানুষ যতক্ষণ এক দরিদ্র ও দীনহীন বৃদ্ধার সাথে সেই একই ব্যবহার না করবে যা এক উচ্চ বংশীয় এবং উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তির সাথে প্রদর্শন করে থাকে বা করা উচিত আর সকল প্রকার অহংকার ও আত্মশ্লাঘা এড়িয়ে না চলবে সে কোনভাবে খোদা তা'লার রাজত্বে বা স্বর্গীয় রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।"**

অতএব এই হলো সেই মান যাতে আমাদের উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীতে খোদার ধর্মের প্রসার এবং বিস্তারের মাধ্যমে তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করার দাবী আমরা করি। আমাদের এই দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে প্রথমে আমাদের নিজেদের খোদার রাজত্বে প্রবেশ করা উচিত; কার্যতঃ আমাদের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যদি এই অহংকার ইত্যাদি থেকে থাকে, নিজের অবস্থা যদি বিশ্লেষণ না কর, কোন অর্থে যদি নিজেকে বড় মনে কর, কোন প্রকার অহংকার যদি থেকে থাকে তোমাদের মাঝে তাহলে এমন মানুষ আদৌ খোদা তা'লার রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।"**

অতএব এই দিনগুলোতে, যা খোদার কৃপায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন এবং দোয়া গ্রহণের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন, আমাদের এদিকে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। যার যে বিষয়েই অহংকার আছে বা যে বিষয়টি আমাদের বিনয় ও দীনতার পথে বাধ সাধে বা যে বিষয়টি পরিবেশে আমাদের কারণে অশান্তি এবং নৈরাজ্যের কারণ হতে পারে তা খোদার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য যাচনা করে দূরীভূত করার চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের সত্তা সর্বত্র এক শান্তি প্রসারী সত্তায় পরিণত হয়। অশান্তি এবং নৈরাজ্য প্রসারের কারণ যেন না হয়। অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান, শান্তির প্রসার আর অহংকার এড়ানোর জন্য অন্যত্র আল্লাহ্ তা'লা এভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক বা সমকক্ষ দাঁড় কোরো না। আর পিতামাতার প্রতি সদয় হও এবং নিকট আত্মীয়দের প্রতিও, এতিমদের প্রতিও আর মিসকিনদের প্রতিও, আর আত্মীয় প্রতিবেশী এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের প্রতিও এবং যাদের সাথে তোমাদের উঠাবসা আছে তাদের প্রতিও আর মুসাফিরদের প্রতিও এবং তাদের প্রতিও যারা তোমাদের ডান হাতের অধিকারী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা অহংকারী এবং দাম্ভিককে পছন্দ করেন না। (সূরা আন নিসা, আয়াত: ৩৭)

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করার নসীহত এবং শির্ক থেকে বারণের পর কিছু অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। রমযান যেখানে ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাস সেখানে এটি সামাজিক অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণের মাস। কাজেই এ দিনগুলোতে এই অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করাও এক মু'মিনের জন্য আবশ্যক। আর এই দিনগুলোতে অর্থাৎ রমযানে যদি অভ্যাস হয়ে যায়, আসলে এই দায়িত্ব তো মানুষের স্থায়ী ভাবে সবসময়ই পালন করা উচিত কিন্তু রমযান মাস এমন, যে মাসে আমরা সহজেই এই অভ্যাস রপ্ত করতে পারি। যদি এসব অধিকার প্রদান না করা হয় তাহলে নিছক

বাহ্যিক ইবাদতের ফলে মু'মিনের সেই সমস্ত লক্ষ্য অর্জিত হয় না যা রমযানের মূল উদ্দেশ্য। রমযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, এতে যে সকল পরিবর্তন আমরা আনয়ন করি সেগুলোকে যেন জীবনের স্থায়ী অংশ বানিয়ে নেই। প্রধান বিষয় হলো ইবাদত। আর এই মাসে যেই ইবাদত করব সেটি যেন জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। সেই সাথে এই মাসে মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তাও যেন আমাদের জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়।

এ কারণেই এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বান্দার অধিকার প্রদানের জন্য এবং গরীব ও মিসকীনদের সাহায্যার্থে বিশেষ করে এই দিনগুলোতে নিজের হাত এত বেশি খুলতেন অর্থাৎ এত বেশি দান-খয়রাত করতেন যে, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, **"তাঁর উদারতা এবং বদান্যতা প্রচন্ড তুফানের চেয়েও প্রবলতর হয়ে যেত।"** সাধারণ দিনগুলোতেও তাঁর উদারতা এবং বদান্যতার মান এত উন্নত ছিল যে, অন্য কারে জন্য সে মানে পৌঁছা সম্ভব ছিল না আর রমযানে এর দৃষ্টান্ত দেয়ার জন্য প্রবল তুফানের সাথে যে তুলনা করা হয়েছে এর চেয়ে উত্তম কোন দৃষ্টান্ত হতে পারে না। যাহোক অভাবীদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের সবচেয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত তিনি (সা.) স্থাপন করেছেন যা অর্থনৈতিক সাহায্যের আকারে ছিল। এছাড়া তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, তাদের অন্যান্য চাহিদা পূরণের বিষয়ে সচেতন হওয়া এগুলোর সাথে রয়েছে। এরপর তিনি (সা.) মু'মিনদের এই নসীহতও করেছেন, এই দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ কর, এটি খোদা তা'লারও নির্দেশ। যদিও এই নির্দেশ সারা বছরের জন্য কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, রমযানে যেহেতু পুণ্যের প্রতি মনোযোগ বেশী নিবদ্ধ থাকে বা থাকা উচিত তাই এ দিনগুলোতে আমাদের বিশেষ করে এসব অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আর রমযানের এই পুণ্যের অভ্যাস পরবর্তীতে স্থায়ী পুণ্যেরও কারণ হয়ে যায়।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানব জন্মের মূল উদ্দেশ্য ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করার পর বলেন, ইবাদত যেখানে খোদার অধিকার প্রদানকারী বানায় সেখানে এক প্রকৃত ইবাদতকারী ও রহমান খোদার বান্দাকে বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণকারী হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত। এই উভয় প্রকার প্রাপ্য এবং অধিকার যদি প্রদান না করা হয় তাহলে এমন ব্যক্তি মু'মিন নয় বরং সেসকল লোকের অন্তর্ভুক্ত যারা অহংকারী এবং দাম্ভিক।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা সকল ইবাদতকারীর কাছে সেসব উন্নত চরিত্রের আশা রাখেন এবং তার নির্দেশ দেন যা বিনয়ের সাথে এক মু'মিনের পালন করা উচিত। কেউ যেন এসব অধিকার প্রদান বা প্রাপ্য প্রদানকে এমন মনে না করে যে, অনেক বড় কাজ করে ফেলেছি, এগুলো অতিরিক্ত কোন কাজ নয়। অন্যের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা সকল মু'মিনের জন্য ফরয বা আবশ্যক আর এসব অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যমেই ইবাদতও গৃহীত হয়। যেভাবে এই আয়াত থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, এ সকল অধিকার বা প্রাপ্যের মাঝে পিতা-মাতার অধিকারও রয়েছে, আত্মীয়-স্বজনের

প্রাপ্যও রয়েছে, এতিমদের অধিকার রয়েছে, মিসকীনদের অধিকার রয়েছে, আত্মীয় প্রতিবেশীদের অধিকার রয়েছে, অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের প্রাপ্য রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে যারা সাথে থাকে ও একসাথে উঠাবসা করে এমন লোকদের অধিকার রয়েছে, মুসাফিরদেরও অধিকার রয়েছে আর যারা আমাদের দয়া-মায়ার উপর নির্ভর করে, আমাদের অধীনস্ত, তাদেরও অধিকার বা প্রাপ্য রয়েছে। এক কথায় এই একটি মাত্র আয়াতে সমগ্র মানবতার প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের অধিকার প্রদানের বিষয়টি পরিবেষ্টন করে সেগুলো প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার প্রাপ্য অধিকার সম্পর্কে কুরআনের অন্যত্রও নির্দেশ রয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে তাদের খিদমত বা সেবা করা, তাদের যত্ন নেয়া সন্তান-সন্ততির জন্য ফরয বা আবশ্যক আর এটি কোন অনুগ্রহ নয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পরের আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে, শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য যদি দেয় যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লারও নির্দেশ রয়েছে যে, রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়দের প্রতিও খেয়াল রাখ তাহলে অনেক পারিবারিক বিবাদের নিরসন হয়ে যায় এবং প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠে। যেসব ঘরে এমন ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, এমন অনেক বিষয় সামনে আসে, এ দিনগুলোতে তাদের বিশেষভাবে ভাবা উচিত আর হঠকারিতা এবং অহমিকার দাসত্ব করার পরিবর্তে নিজেদের ঘরগুলোকে আবাদ করার বা ঘরের পরিবেশকে সুন্দর করার চেষ্টা করা উচিত।

এরপর এতিমদের দেখাশোনা করা বা খবরাখবর রাখাও অনেক বড় একটি দায়িত্ব। তাদেরকে সমাজের কল্যাণকর অংশে বা শ্রেণীতে পরিণত করার চেষ্টা করা উচিত। তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়ের ওপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এত বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি এবং এতিমের দেখাশোনাকারী জান্নাতে সেভাবে অবস্থান করব যেভাবে এই দুই আঙ্গুল একসাথে অবস্থান করে অর্থাৎ আমাদের সম্পর্ক বড় কাছের হবে।

অতএব এই গুরুত্বকে জামাতের সদস্যদের সবসময় নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত আর এতিমদের দেখাশোনার জন্য খরচ করা উচিত। জামাতীভাবেও এর ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর অভাবী এবং মিসকীনদের অধিকার রয়েছে যার মাঝে শিক্ষা খরচ, চিকিৎসা খরচ, বিয়ে-শাদীর খরচ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত খাতে ব্যয়ের জন্য জামাতে পৃথক পৃথক তহবিলও রয়েছে। এই খাতেও সামর্থবান লোক যাদের সাধ্য রয়েছে জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে ব্যয় করা উচিত। এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশী যারা আছে তাদের অধিকার প্রদান কর। তাই এতে সেসব প্রতিবেশীও অন্তর্ভুক্ত যারা নিকটাত্মীয় এবং কাছে অবস্থান করে আর তারাও যাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাল সম্পর্ক রয়েছে।

এরপর বলা হয়েছে, আর এমন প্রতিবেশীদেরও দেখাশুনা কর যাদেরকে তোমরা ভালভাবে জান না। এই শ্রেণীতে সেসব প্রতিবেশীও অন্তর্ভুক্ত যারা আমাদের কাছের প্রতিবেশী নয় বরং দূরের আর সেসব অভাবী প্রতিবেশীও এর গন্ডিভূক্ত যাদের সাথে তোমাদের সুসম্পর্ক নেই।

অতএব এটি হলো সেই সুন্দর শিক্ষা যা প্রেম ও ভালবাসার বিস্তার ঘটায় আর সন্ধি বা মিমাংসা ও শান্তির ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরিবেশের শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে। এরপর মুসাফির এবং যারা একসাথে উঠাবসা করে তাদের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। এই বাক্য বা শব্দগুলোতে অধিকার প্রদানের বিষয়টিকে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার প্রদানের সাথেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে এবং নিজের বন্ধু, সঙ্গী-সাথী ও সহকর্মীদের গন্ডি পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছে আর কর্মকর্তা ও অধীনস্তদের বিষয়টিকেও এতে পরিবেষ্টন করা হয়েছে। এরপর وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ বলে সকল প্রকার অধীনস্ত এবং দয়া-মায়ার ওপর নির্ভরশীল কর্মচারীদের অধিকারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। আর এই সকল প্রাপ্য অধিকারের কথা বলার পর বলেন, যদি এই অধিকার প্রদান না কর তাহলে তোমাদের মাঝে অহঙ্কার এবং আত্মম্ভরিতা রয়েছে, দম্ভ রয়েছে যা খোদার দৃষ্টিতে খুবই অপছন্দনীয়।

অতএব পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য এটি হলো ইসলামের আকর্ষণীয় শিক্ষা। অতএব যে দিনগুলো আমাদের হস্তগত হয়েছে, যা আমাদেরকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করার দিন বরং যে দিনগুলোতে খোদা তা'লা স্বয়ং আমাদের কাছে এসে গেছেন এবং তাদেরকে স্বীয় দানে ভূষিত করতে চান যারা তাঁর অধিকারও প্রদান করবে, যারা ইবাদতের দায়িত্বও পালন করবে এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার বা প্রাপ্যও প্রদান করবে।

অতএব যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, বিনয়ের সঙ্গে সকল প্রকার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। রমযানের এক বিশেষ পরিবেশের কারণে এই দিনগুলো আল্লাহ্‌র ইবাদতের দায়িত্ব পালনের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে আর অন্যান্য পুণ্যের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে বা মনোযোগী করে। এই দিনগুলো থেকে আমাদের যথাসম্ভব লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা চাই যে, আমাদের ইবাদত গৃহীত হোক তাহলে খোদার বান্দাদের প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"যদি তোমরা চাও যে, আকাশে বা স্বর্গে খোদা তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন তাহলে তোমরা একই মায়ের পেটের দুই সহোদরের মত হয়ে যাও। তোমরা অধীনস্তদের প্রতি এবং স্ত্রীদের প্রতি আর নিজ দরিদ্র ভাইদের প্রতি দয়ার্দ্র হও যেন স্বর্গে তোমাদের প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হয়। তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁর হয়ে যাও যেন তিনিও তোমাদের হয়ে যান।"**

তিনি (আ.) অপর এক জায়গায় বলেন, **" যে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু লাভ করতে চায় তার উচিত হবে সে যেন পুণ্য কর্মের বিষয়ে অনুপ্রাণিত করে আর সৃষ্টির হিতসাধন করে বা উপকার করে।"**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে ইবাদতের পাশাপাশি অন্য সকল অধিকার অর্থাৎ হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার প্রদানেরও তৌফিক দান করুন আর আমরা যেন সত্যিকার অর্থে রহমান খোদার বান্দা হয়ে যাই আর এই রমযানে পূর্বের তুলনায় অধিক খোদার নৈকট্য লাভ করতে পারি এবং স্থায়ীভাবে এগুলোকে জীবনের অঙ্গীভূত বা অংশ করে নিতে পারি।

নামাযের পর আমি দু'জনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। একটি জানাযা শ্রদ্ধেয়া হিদায়াত বিবি সাহেবার যিনি কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম ওমর আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ৪ঠা জুন কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর ইন্তেকাল করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি দরবেশীর যুগ পরম ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার সাথে অতিবাহিত করেছেন। রোযা, নামায, তাহাজ্জুদ, কুরআনের প্রতি ভালবাসা, আতিথেয়তা, পুণ্য ও নিষ্ঠা ছিল তার বৈশিষ্ট্য। তিনি অনেক ছেলে মেয়েকে পবিত্র কুরআন নাযেরা এবং অনুবাদ পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেছেন। মরহুমা মূসী ছিলেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এক কন্যা এবং দু'জন পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। তার বড় ছেলে জামাতের খিদমত থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন আর দ্বিতীয় ছেলে জামাতের সেবা করছেন। তার কন্যা রাবওয়াতে বসবাস করছেন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ সাকেব সাহেবের। যিনি ওয়াকেফে যিন্দেগী ও জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার সাবেক শিক্ষক ছিলেন। তিনি ২০১৫ সনের ১৮ই মে স্বল্পকাল রোগভোগের পর ৯৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.)-এর পৌত্র এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হাকীম মুহাম্মদ আব্দুল আযীয সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি নিজ পৈত্রিক নিবাস শেখুপুরা জেলার সড়কপুরের ভিনি গ্রামে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করার পর কাদিয়ান চলে যান এবং জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। ১৯৩৯ সনে জীবন উৎসর্গ করলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে জনাব মালেক সাইফুর রহমান সাহেব মরহুমের সাথে দিল্লীর এক প্রসিদ্ধ মাদ্রাসায় ফিকাহ্ এবং হাদীসে শিক্ষকতার প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। এরপর তিনি দেওবন্দ, সাহারানপুর এবং লাহোর থেকেও ফিকাহ্র বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কিছুকাল উমুরে আমা এবং পরবর্তীতে ওসীয়্যত বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। পাকিস্তানে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাকে সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত করেন। তিনি সেখানে ৪০ বছর পর্যন্ত ফিকাহ্ এবং হাদীস পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি ফিকাহ্র প্রসিদ্ধ বই 'বিদায়াতুল মুজতাহেদ'-এর একটি অংশের উর্দূ অনুবাদ করেছেন যা 'হিদায়াতুল মুকতাসেদ' নামে জমাতের পক্ষ থেকে ছাপা হয়েছে। একইভাবে

তিনি রাবওয়ার কাযা বিভাগের কাযি বা বিচারক এবং এক বছর পর্যন্ত নাযেম দারুল কাযা হিসেবে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি দোয়াশীল, বিনয়ী এবং শান্ত প্রকৃতির একজন পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তার অনেক শিষ্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন উচ্চ পদে থেকে জামাতের খিদমত করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। মরহুম মূসী ছিলেন। তিনি স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সাত মেয়ে এবং চার পুত্র সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা উভয় মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।